প্রশ্নোত্তরে ফিকহুল ইবাদাত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় - সালাত (নামায)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম

৪১. কতটুকু ত্রুটি ও ঘাটতি নিয়ে ইমামতি করা যায়?

সমাজে এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইমাতির জন্য যোগ্য বলে মনে হয় না, তারাও ইমামতি করতে পারবে। যেমন-

(১) অন্ধ, ইবনে উম্মে মাকতুম নামক একজন অন্ধ সাহাবী ইমামতি করেছেন। (তিরমিযী: ১১২১),

(২) ক্রিতদাস (বুখারী: ৬৯২),

(৩) মুসাফির,

(৪) তায়াম্মুমকারী,

(৫) মহিলাদের জামাআতে মহিলা,

(৬) মহিলাদের জামাআতে পুরুষ,

(৭) কমপক্ষে ৬-৭ বছরের নাবালেগ কিশোর (বুখারী: ৪৩০২)। আর তা ফরজ-নফল। সকল সালাতেই,

(৮) অধিক সম্মানী মুক্তাদীর সামনে অপেক্ষাকৃত কম সম্মানী ব্যক্তির ইমামতি। সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফের পেছনে রাসূলুল্লাহ (স.) সালাত আদায় করেছেন (মুসলিম),

(৯) ফরজ সালাতের ইমামের পেছনে নফল; নফলের পেছনে ফরজ, তারাবীহর ইমামের পেছনে এশা, আসরের জামাআতের ইমামের পেছনে যোহরের কাযা সালাত আদায় জায়েয। (বুখারীর: ৭১১ নং হাদীসের আলোকে)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12925

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন